প্রতিহার বংশ ঃ

অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে প্রতিহার রাজবংশের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সূচনা হয়। সাধারণভাবে এরা গুর্জর-প্রতিহার নামে পরিচিত। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রতিহার হল গুর্জরদেরই একটি শাখা। এই প্রতিহারবংশীয় রাজারা বিভিন্ন শিলালিপিতে নিজেদের সূর্যবংশীয় বলে দাবি করেছেন। তাঁদের দাবি, তাঁরা হলেন রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণের বংশধর। কিন্তু এই দাবির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ *প্রথমত,* সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে, পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে হূন আক্রমণের সময় গুর্জররা একটি বহিরাগত জাতি হিসেবে ভারতে প্রবেশ করে এবং পাঞ্জাবের মধ্যে অগ্রসর হয়ে আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে যোধপুর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। অঞ্চলটির বর্তমান নাম রাজপুতানা, মুসলিম আমল থেকে প্রচলিত। কিন্তু তার বহু পূর্বে এ অঞ্চলের নাম ছিল গুর্জরট্রা (বর্তমানে গুজরাট)। *দ্বিতীয়ত,* ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে রচিত কোনো ভারতীয় গ্রন্থে গুর্জরদের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। হর্ষবর্ধনের উত্তর ভারতে রাজ্যবিস্তারের সময়েও এই বংশের 'প্রতিহার' নামক একটি শাখা এ অঞ্চলে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এ কারণে অনেক সময় সমগ্র রাজ্যবংশকেই 'গুর্জর-প্রতিহার' বলে অভিহিত করা হয়।

গুর্জরবংশের প্রতিষ্ঠাতা *হরিচন্দ্র।* হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণী অনুযায়ী তাঁর রাজধানী ছিল *ভিনমাল* নামক স্থানে। এই বংশেরই প্রতিহার শাখার এক রাজা *প্রথম নাগভট্ট* (৭২৫-৭৪০ খ্রিঃ) রাজপুতানা অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে মালবে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। প্রথম নাগভট্ট সিন্ধু অঞ্চলে আরবদের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং গুজরাট ও রাজপুতানার কিছু কিছু অঞ্চলও নিজ অধিকারভুক্ত করেন। এই বংশের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নরপতি *বৎসরাজ।* তাঁর সময় থেকেই ভারতে ত্রিশক্তি সংঘাতের শুরু হয়।

Scanned by CamScanner

এবং প্রতিহার শক্তি ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে ধ্বংসের পথে এগোতে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বুন্দেলখণ্ডের *চান্দেলা*, চেদির *কলচুরি*, মালবের *পারমার* ও গুজরাটের *চালুক্য বংশ*। অধিকন্তু রাষ্ট্রকূটরা আবার আঘাত হানে ও তৃতীয় কৃষ্ণের নেতৃত্বে তারা কালাঞ্জুর ও চিত্রকূট দুর্গ অধিকার করে। মহীপালের উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন দুর্বল। এত প্রতিকূলতার সাথে সাম্রাজ্য রক্ষা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশেষে সুলতান মামুদের আক্রমণে ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে কনৌজ লুণ্ঠিত হলে প্রতিহার-শক্তির চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর যে সমস্ত রাজশক্তি উত্তর ভারতের অখণ্ডতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছিল, তাদের মধ্যে গুর্জর-প্রতিহাররাই ছিল প্রধান। প্রতিহার রাজারা প্রায় এক শতাব্দী ধরে আরব আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করেন। আরব পর্যটক *সুলেমানের* মতে, *"ভারতে প্রতিহার রাজাদের মতো ইসলামের প্রবল শত্রু আর কেউ ছিল না।"* প্রতিহার রাজারা ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও শিক্ষাসংস্কৃতির রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। তাদের সময়েই ভারতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ঘটে। প্রতিহারবংশের আমলেই ভারতে রাজপুত-জাতির আবির্ভাব ঘটে, যারা সুদীর্ঘকাল ভারতের বিভিন্ন শক্তিদ্বন্দ্বে গুরুত্বপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।

Scanned by CamScanner